148163 - মদনিাতে তার যে বাড়টিি রয়ছেে তনিি সফররে দূরত্ব ভ্রমণ করে সখোনে পৌঁছছেনে এবং রমজানে দনিরে বলো বীর্যপাত না করে স্ত্রী সহবাস করছেনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন :
আমি ছুটি কাটাচ্ছলিাম। ছুটকিালীন সময়ে উমরাহ পালনরে উদ্দশ্যে পবত্রি মক্কা নগরী সফর করি। মক্কা থকেে মদনিা মুনাওয়ারাতে যাই। সখোনে আমি রমজানরে দনিরে বলোয় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে;ি কন্তিু কোন বীর্যপাত হয়নি। প্রশ্ন হলো- এজন্য আমার উপর কি কোন কছিু আবশ্যক হবে? যদি আমার উপর কছিু আবশ্যক হয়ে থাকে আমার জানা মতে সটো এই ক্রমধারায় আবশ্যক হয়- একজন দাসমুক্তি; আর্থকি সামর্থ্য না থাকায় এটা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অথবা একাধারে দুই মাস সয়িাম পালন; আমার ফল্ডি ওয়ার্কধর্মী চাকুরী ও গ্রীষ্মরে তীব্র গরমরে কারণে এটা পালন করাও আমার জন্য কঠনি। তবে কি আমি ৬০ জন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়াবো? আমার স্ত্রীর উপরও কি একই জরমিানা আবশ্যক হবে, যদি সে সহবাসরে প্রস্তাবে রাজি থাকে? এখানে উল্লখ্যে য,ে আমি রয়িাদরে অধবিাসী। কন্তিু মদনিাতে আমার একটি বাড়ি আছ।ে ছুটি কাটাতে আমি মদনিাতে যাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নজি এলাকায় অবস্থানরত রোযা পালনকারী (মুকীম) রমজানে দনিরে বলো সহবাস করলে তার উপর কঠনি কাফ্ফারা আবশ্যক হয়। আর তা হল একজন দাস মুক্ত করা।কউে যদি তা না পারনে তবে দুই মাস একাধারে সয়িাম পালন। কউে যদি তা না পারনে তবে ৬০ জন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এবং সইে সাথে তার উপর তওবা করা এবং সইে দনিরে কাযা করাও আবশ্যক।

সইে স্ত্রীর ক্ষত্রেওে একই হুকুম প্রযোজ্য; যদি তনিসিহবাসরে প্রস্তাবে সম্মতি দয়িে থাকনে। এক্ষত্রেে বীর্যপাত না হওয়ার কারণে হুকুমরে কোন পার্থক্য হবে না। কারণসঙ্গমতথা একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গরে ভতিরে প্রবশে করানো সংঘটতি হয়ছে।ে এটাই রোযার কাফ্ফারা ফরজ করে দয়ে।

আর যদি তারা উভয়ে সফররত অবস্থায় থাকনে তবে তাদরে কোন গুনাহ হবে না। তাদরেকে কোন কাফ্ফারা দতিে হবে না এবং দনিরে বাকি অংশ মুফাত্তরিাত (রোযা ভঙ্গ কারী বষিয়সমূহ) থকেে বরিত থাকতে হবে না। বরং তাদরে উভয়কে শুধু সইে

দনিরে রোযা কাযা করতে হবে। কারণ (সফররত অবস্থায়)তাদরে উভয়রে জন্য রোযা পালন আবশ্যক নয়।

আপনি যদি রিয়াদরে অধবিাসী হয়ে থাকনে এবং মদনিাতে আপনার আরকেটি বাড়ি থাকে যখোনে আপনি ছুটরি দনিগুলোতে যান, তবে মদনিাতে গলেওে আপনি নিজি এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্বীম' হসিবেে গণ্য হবনে। আপনার উপর সালাত ও রোযা সম্পন্ন করা আবশ্যক হবে, সহবাস বা অন্য কোন মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করা হারাম হবে এবং সহবাসরে কারণে আপনার উপর কাফ্ফারা ওয়াজবি হবে। আর যদি আপনি মক্কায় সফর করনে তবে আপনি নিজি এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্বীম' হসিবেে গণ্য হবনে না; যদি আপনি সখোনে চার দনিরে বশেি থাকার নয়িযত না করনে।যদি এর কম সময় থাকার নয়িযত করনে তবে আপনার ক্ষত্রেে মুসাফরিরে হুকুম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আপনি মুসাফরি হসিবেে গণ্য হবনে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রাহমিাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়ছেলি:"একজন লোক এক দশে থকেে অন্য দশেে সফর করছেে এবং যে দশেে সফর করছেে সখোনে তার একটি বাড়ি আছে। সে কী সখোনে পুরো সালাত আদায় করবে, নাকি ক্বসর (সংক্ষপ্তি) করবে?

শাইখ: কন্তিু তনিি কি সইে বাড়তিে দুই, তনি মাস অবস্থান করনে?আর অন্য বাড়তিওে দুই, তনি মাস অবস্থান করনে? নাকি কমেন?

প্রশ্নকারী: তনিি গ্রীষ্মরে ছুটতিে সখোনে অবস্থান করনে।

শাইখ: তনিি কি গ্রীষ্মরে মৌসুমে সখোনে যান?

প্রশ্নকারী: হ্যাঁ।

শাইখ: তবে তনিি ক্বসর (সালাত সংক্ষপ্তি) করবনে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার দুটি বাড়ি আছে।" সমাপ্ত [লকিাউল বাবলি মাফতুহ (২৫/১৬২)]

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, আপনযিদি মদনিাতে প্রবশেরে আগে রোযা ভঙ্গ করে থাকনে তবে আপনি যা করছেনে তাতে কোন সমস্যা নইে। সক্ষেত্রেে আপনাকে শুধু সইে দনিরে রোযাটি কাযা করতে হবে। কারণ আপনি সফররে কারণরেোযা ভঙ্গ করছেনে।আর আপনি যদি মদনিাতে প্রবশেরে পর রোযা ভঙ্গ করে থাকনে তবে আপনার উপর কাফ্ফারা ওয়াজবি হবে।
আপনার জন্য উপদশে হলো- আপনি শীতরে মৌসুমে অথবা নাতশীতোষ্ণ মৌসুমে দুই মাস একাধারে সয়িাম পালন করার চষ্টো করবনে; যখন দনিরে দর্ঘৈয্য ছোট হয় এবং কষ্ট কম হয়। অথবা অফসি থকেে প্রাপ্ত বাৎসরকি ছুটরি দনিগুলোতে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুযোগকে কাজে লাগয়িে আপনি রোযা রাখার চষ্টো করবনেযাতে আপনার উপর যা ওয়াজবি হয়ছেে তা পালন করতে পারনে।
আর যদি সত্যি সত্যিই আপনি সয়িাম পালনে অপারগ হয়ে থাকনে, তবে আপনার জন্য শুধু তখন ৬০ জন মসিকীন খাওয়ানো

জায়যে হবে। এক্ষত্রে আপনি ৬০ জনকে একসাথওে খাওয়াতে পারনে।অথবা বভিন্নি সময়ে খাওয়ানোর মাধ্যমে ৬০ জনরে সংখ্যা পূর্ণ করতে পারনে।

আপনার স্ত্রীর উপরও সয়িাম পালন আবশ্যক।আর যদি তনিি তা না পারনে তবে ৬০ জন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়াবনে। আরো দখেুন(106532) নং প্রশ্নরে উত্তর।

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।